দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13. JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটি শিক্ষক সমাজের অভিযোগ

তদন্ত কমিশন রিপোর্টে শিবিরের সন্ত্রাস আড়াল করা হয়েছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষক সমাজ এক সদস্যের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবী জানিয়েছে। শিক্ষক সমাজ বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনকে স্বপদে বহাল রেখে এবং সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত করারও দাবী জানায়।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ দাবী জানানো হয়। এতে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে পক্ষপাতদুষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হননকারী এবং শিক্ষকদের মর্যাদাহানীকর বলে উল্লেখ করে এটি প্রত্যাখান করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিশন রিপোর্টে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্য পাঠ করেন প্রফেসর হাসান-উজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর অনুপম সেন, প্রফেসর হামিদা বানু, ডঃ ফসিউল আলম, ডঃ মঞ্জুর মোর্শেদ মাহমুদ, প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকাল ধরে ইসরামী ছাত্রশিবির নামের একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোন ছাত্র সংগঠন ২২শে ডিসেম্বরের মত নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তাদের জানা নেই। এ ঘটনার পর দীর্ঘ পাঁচ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। এই সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনটির কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ যুগিয়েছে জামায়াত পন্থী কতিপয় শিক্ষক এবং গত ডিসেম্বরে মেয়াদ উত্তীর্ণ শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের কয়েকজন কর্মকর্তা।

শিক্ষক সমাজ এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের জন্যে বেশ কিছু কারণের উল্লেখ করেছে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার অন্যতম 'টার্ম অব রেফারেন্স' অর্থাৎ সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে দায়ী কারা তা চিহ্নিত করতে অস্বীকার করেছে। এই রিপোর্ট সংঘটিত ঘটনার জন্যে দায়ী ইসলামী ছাত্রশিবিরের বহু অপরাধ আড়াল ও স্খলন করেছে। রিপোর্ট বহু সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসনের গণতান্ত্রিক চরিত্র হনন করার সুপারিশ করেছে। রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের স্বীকৃত অধিকার কেড়ে নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এই রিপোর্ট শিবিরের পক্ষে চরম পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিয়েছে এবং মিথ্যা ও অসত্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। রিপোর্টে শিবিরের সন্ত্রাসী চরিত্রকে আড়াল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যারয়ের মূল সংকটকে ভিসির পক্ষ-বিপক্ষের শিক্ষকদের বিরোধ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। শিক্ষক সমাজ অভিযোগ করেছে, তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা 'মাস্তান' 'সন্ত্রাসী' ও 'দুর্বৃত্ত' সৃষ্টি করে বলে ভিত্তিহীন ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য করে শিক্ষকদের জাতির কাছে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। লিখিত বক্তব্যে প্রশ্ন রাখা হয়, 'স্বাধীনতাবিরোধীদের' সম্পর্কে ১২ই ডিসেম্বর ভাইস-চ্যান্সেলরের প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক সত্য ভাষণকে 'অসহনীয়' ও 'বিতর্কিত' আখ্যায়িত করে এই রিপোর্ট কার পক্ষ অবলম্বন করছে?

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, তদন্ত কমিশনের তিনটি টার্ম অব রেফারেন্সের মধ্যে দুই নম্বরে ছিল সন্ত্রসীদের চিহ্নিত করা। কমিশন তা করতে অস্বীকার করেছে। কেননা তা হলে সেদিনের সন্ত্রাসের মূল হোতা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা চিহ্নিত হত। এই চিহ্নতকরণের ব্যর্থতার ফলে তদন্ত কমিশন গঠনের সকল উদ্দেশ্য শুধু ব্যর্থ হয়নি, উক্ত ব্যর্থতা ঢাকার প্রয়াসে কার্যপরিধি বহির্ভূত বিষয় অবতারণা করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নতুন ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক সমাজ বলেছে, ২২শে ডিসেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে দেয়ার দায়-দায়িত্ব আইন রক্ষাকারী সংস্থার-ভিসির নয়। এক প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর হাসানউজ্জামান জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিন শ ৩২ জন শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে ১৮৪ জন সাধারণ শিক্ষক সমাজের পক্ষে আছেন।